কার্যক্রম প্রতিবেদন - ২০০৭
'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' কর্মসূচি

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট মনে করে যে 'নারীই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাটি'। তাই সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী হিসেবে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন ব্যতিরেকে ক্ষুধামুক্ত-আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন কখনও পূরণ হতে পারে না। সেকারণে সূচনালগ্ন থেকে হাঙ্গার প্রজেক্ট তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের অনুপ্রাণিত, ক্ষমতায়িত এবং সংগঠিত করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' কর্মসূচি অন্যতম। বিরাজমান জেণ্ডার অসমতা ও বৈষম্য অবসানের মধ্য দিয়ে একটি নতুন ভবিষ্যৎ সৃষ্টির প্রত্যয় নিয়ে সারা দেশে তৃণমূল পর্যায়ে একদল স্বেচ্ছাব্রতী ও চিন্তাশীল নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে ২০০৬ সালের শুরু থেকে। নানা অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে ২০০৭ সালের ৬ এপ্রিল সারা দেশের নারী নেত্রীরা প্রথম জাতীয় কনভেনশনে মিলিত হয়। এই কনভেনশন তাদের প্রত্যাশাকে আরো সুদৃঢ় করে এবং তাদেরকে আরো প্রত্যয়ী করে তোলে। নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা বন্ধে এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমকে বেগবান করার আকাঙ্খা থেকে কনভেনশনে আত্মপ্রকাশ ঘটে **'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক** নামক একটি নেটওয়ার্কের এবং এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৃহিত হয় একটি সুস্পষ্ট কার্যক্রমভিত্তিক **'ঘোষণাপত্র'**।

এই ঘোষণাপত্রের মূল লক্ষ্য ছিল-

- সারা দেশে নারী নেত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি, নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ এবং ধারাবাহিকভাবে নেতৃত্বের দক্ষতা ও ক্ষমতার বিকাশ
- যৌতুক ও বাল্যবিবাহ নির্মূল, জন্ম ও বিবাহ নিবন্ধন নিশ্চিতকরণে সচেতনা বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্টদের ওপর অব্যাহত চাপ সৃষ্টি
- নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ গড়ে তোলা;
- কন্যাশিশুর শিক্ষাসহ অন্যান্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা;
- জাতিসংঘের 'সিডও' সনদের পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-৯৭ পুনর্বহাল ও বাস্তবায়নের জন্য সমর্থন সৃষ্টি এবং সরকারের ওপর অব্যাহত চাপ বৃদ্ধি করা; এবং
- নারী পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার আন্দোলনকে বেগবান করা

ঘোষণাপত্রের এই চেতনার ভিত্তিতে নানা কার্যক্রম ও পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে আরেকটি বছর পার করলো নারী নেত্রীরা। এসব কার্যক্রম এবং অর্জনসমূহের সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নে দেয়া হলো-

কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ:

'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' বিষয়ক ফাউণ্ডেশন কোর্স

'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' বিষয়ক ৩ দিনের ফাউণ্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে 'বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের' সাথে নারী নেত্রীদের শুরু হয় একত্রে পথ চলা। এই কোর্সে অংশগ্রহণকারীরা নিজেকে জেণ্ডার সমতা ও ক্ষুধামুক্তির আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার কর্মী হিসেবে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন।

সারা দেশে নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ এবং নারী নেত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের মাধ্যমে ২০০৭ সালে ২১টি ফাউণ্ডেশন কোর্স পরিচালিত হয়। যা ২০০৬ সালের তুলনায় প্রায় ৪ গুণ বেশি। এসব কোর্সসমূহে এ পর্যন্ত তৃণমূল পর্যায়ের ১৩৪৪ জন বলিষ্ঠ নারী অংশ নিয়ে বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়েছেন।

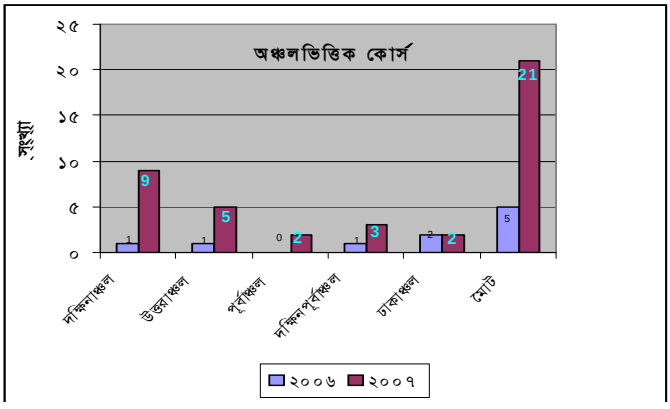

অঞ্চলভিত্তিক নারী নেত্রীর সংখ্যা:

অঞ্চল	নারী নেত্রী-		
	২০০৭	২০০৬	মোট
দক্ষিনাঞ্চল	৪৯৬	৮০	৫৭৬
উত্তরাঞ্চল	২৬৭	৫৬	৩২৩
পূর্বাঞ্চল	৯৫	১২	১০৭
দক্ষিন-পূর্বাঞ্চল	১১৪	৫১	১৬৫
ঢাকা অঞ্চল	১৩৬	৩৭	১৭৩
মোট	১১০৮	২৩৬	১৩৪৪

বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সদস্যদের আয়োজনে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সহযোগিতায় এসব প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং নারী আন্দোলনের সাথে তাদের যুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নেত্রীর অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে।

ফাউণ্ডেশন কোর্স পরবর্তী ব্যাচভিত্তিক মাসিক প্রশিক্ষণ ও ফলোআপ

নারী নেত্রীদের জন্য প্রতি মাসে ব্যাচভিত্তিক দিনব্যাপি **মাসিক প্রশিক্ষণ ও ফলোআপ সভার** আয়োজন করা হয়। এই ফলোআপ সভায় তাদের কাজের প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অভিজ্ঞতা বিনিময় হয় এবং পূর্বনির্ধারিত গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ইস্যু নিয়ে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। এর ফলে নেত্রীরা অনুপ্রাণিত হন এবং তাদের বিষয়ভিত্তিক ধারনার সুস্পষ্টতা অর্জিত হয় এবং বুদ্ধিবৃত্তিক - চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটে।

ফাউন্ডেশন কোর্স পরবর্তী বছরব্যাপি ফলোআপ সভা (Frequency of Meeting)

বছর	বছরে ফলোআপ সভা
১ম বৎসর প্রতি মাস অন্তর একবার	১২ বার
২য় বৎসর প্রতি দুই মাস অন্তর একবার	৬ বার
৩য় বৎসর প্রতি ৪ মাস অন্তর একবার	৩ বার
৪র্থ বৎসর থেকে প্রতি ৬ মাস অন্তর একবার	২ বার

২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত ব্যাচসমূহে চক্রাকারে ১১০টি মাসিক ফলোআপ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এসব ফলোআপে উপস্থিতির গড় হার ৮৫%, যা ২০০৬ সালের তুলনায় ২৪% বেশি।

অঞ্চলভিত্তিক মাসিক প্রশিক্ষণ ও ফলোআপ সভার চিত্রঃ ২০০৭

বিষয়	ঢাকা	উত্তর	দক্ষিন	পূর্ব	দক্ষিন-পূর্ব	মোট
সভার সংখ্যা	১১টি	২০ টি	৪৩ টি	১৪ টি	২২টি	১১০টি
উপস্থিতির হার	৮২%	৮৭%	৮৯%	৮৫%	৮৪%	৮৫%

প্রতিটি ফলোআপে অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রতিবেদন উপস্থাপন ও পরিকল্পনা প্রণয়নসহ উন্নয়ন জগতের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং এসব বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় আলোচনাপত্র সরবরাহ করা হয়।

ফলোআপ পরবর্তী মাসিক প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু:

মাস	প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু
১ম মাস	আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্ভবের প্রেক্ষাপট ও চেতনা এবং নারী জাগরণের শত বছর
২য় মাস	নারী : আইন ও অধিকার
৩য় মাস	নারী আন্দোলন ও রাজনীতিতে নারীর উত্থান: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
৪র্থ মাস	এডভোকেসি ধারণা, গুরুত্ব এবং কৌশল ও পদ্ধতি
৫ম মাস	সংগঠন ও নেতৃত্ব : ধারণা, ধরন, গুরুত্ব এবং কার্যাবলী
৬ষ্ট মাস	তৃণমূলে সুশাসন ও গ্রাম আদালতের গুরুত্ব, পরিধি ও কার্যাবলী
৭ম মাস	শিশু অধিকার: সিআরসি, বাংলাদেশে শিশুর (কন্যা শিশু)অবস্থা, সমস্যা ও করণীয়
৮ম মাস	এমডিজিস অর্জনে টিএইচপি: প্রেক্ষিত, ধারণা, লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ এবং কৌশল
৯ম মাস	মূলধারায় জেণ্ডার: ধারণা, গুরুত্ব, উপাদান এবং কৌশল
১০ম মাস	ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড:ধারনা, প্রয়োজনীয়তা এবং প্রস্তবিত ফ্যামিলি কোড
১১তম মাস	নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন:ধারনা, বর্তমান অবস্থা, প্রতিবন্ধকতা ও ক্ষমতায়ন কৌশল
১২তম মাস	জেন্ডার এবং গভর্নেন্স:ধারনা, গভর্নেন্স'র বৈশিষ্ট্য, বাংলাদেশের শাসন কাঠামোতে জেন্ডার গ্যাপ
১৩তম মাস	জেন্ডার এবং বিশ্বায়ন:বিশ্বায়ন ধারনা, প্রেক্ষিত এবং নারীর উপর বিশ্বায়নের প্রভাব
১৪তম মাস	অধিকার ভিত্তিক উন্নয়ন পন্থা:ধারনা, পটভূমি, গুরুত্ব, কৌশল
১৫তম মাস	জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০০৮

পরিকল্পনা প্রণয়নে নেত্রীরা

বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ছাড়াও নেত্রীদের চিন্তা-চেতনার বিকাশ, তথ্য সমৃদ্ধ ও সৃজনশীল প্রতিবেদন তৈরি এবং উপস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের আত্মউন্নয়নের ওপর ব্যাপক গুরুত্ব দেয়া হয়। তাদেরকে নিয়মিত উজ্জীবক বার্তা, গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ, জাগরণের গল্প গাথা, নারীর কথাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পড়ার উপকরণ সরবরাহ করা হয়। এছাড়াও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। একইসাথে তাদের কার্যক্রম, সফলতা ও জীবন সংগ্রামের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয় এবং সেগুলো স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের পত্রিকা, নারীর কথা, জাগরণের গল্প গাথাসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়। ২০০৭ সালে ৪৫ জন নারী নেত্রীর জীবন সংগ্রাম ও সমাজ পরিবর্তনে তাদের অবদানের কথা বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। উপরন্তু স্থানীয় পর্যায়ে পরিচালিত সহিংসতা, পাচার, ধর্ষণ, মাদক, অবিচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে ৩৪০ টি সৃজনশীল প্রতিবেদন তারা স্বউদ্যোগে স্থানীয় ও জাতীয় প্রচার মাধ্যমে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন।

জেণ্ডার সমতা ও ক্ষুধামুক্তি আন্দোলনে নেত্রীদের ভূমিকা ও ফলাফল

প্রথম জাতীয় কনভেনশনে ঘোষিত ঘোষণার চেতনাকে ধারণ করে নারী নেত্রীরা নিজ নিজ এলাকায় স্থানীয় নারী-পুরুষ এবং অন্যান্য শুভশক্তিকে একত্রিত করে সকলের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ ভবিষ্যৎ গড়ার প্রত্যাশায় সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন।

যদিও তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে রয়েছে পারিবারিক, সামাজিক, পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কঠিন প্রতিবন্ধকতা। এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নেত্রীদের মধ্যে অনেকেই তাদের সৃজনশীলতা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সমাজে সম্মানজনক অবস্থান তৈরি করেছেন এবং তাদের নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

তৃণমূলের এসব বলিষ্ঠ নেত্রীরা ২০০৭ সালে যেসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছেন, তার ফলাফলভিত্তিক চিত্র সংক্ষিপ্তাকারে নিচে উল্লেখ করা হল:

• বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের বিরুদ্ধে নারী নেত্রীদের সুদৃঢ় অবস্থান:

বাংলাদেশে নারী নির্যাতন ও দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ যৌতুক ও বাল্যবিবাহ । একে প্রতিরোধ করা না গেলে নারী মুক্তি কখনও সম্ভব হবে না। এই বোধ থেকে ২০০৭ সালে নারী নেত্রীরা যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ব্যাপকভাবে উঠান বৈঠক, কর্মশালা, প্রচারাভিযান, গণনাটক প্রদর্শন, আলোচনা সভা ও 'মা' সমাবেশসহ জন সচেতনতা সৃষ্টিমূলক বহুমূখী কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। ফলে শুধু যৌতুক ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে জনসচেতনতাই বাড়ছে না, এলাকায় এলাকায় গড়ে উঠছে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ। ইতোমধ্যে নারী নেত্রীরা সারাদেশে ৩০২ টি বাল্যবিবাহ বন্ধ এবং ৬১ টি বিয়েতে যৌতুক প্রতিরোধ করেছেন। এছাড়াও ৩০টি ইউনিয়নকে তারা যৌতুক ও বাল্য বিবাহমুক্ত ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার, জনগণ, প্রশাসনের সহায়তায় ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে 'যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি' গড়ে উঠেছে।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে নেত্রী আছিয়া বেগম

ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলার দুল্লা ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের গয়েশপুর গ্রামের মুসলেম ও বানেছার ছোট মেয়ে সুমী। দরিদ্র পরিবারের সন্তান সুমী স্থানীয় উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী। সুমীর হঠাৎ বিয়ে ঠিক করে তার অভিবাবক। বিয়ের দিনক্ষণ যখন ঠিক তখন বিষয়টি জানতে পারেন স্থানীয় নারী নেত্রী আছিয়া বেগম। বিষয়টি জানার পর তিনি প্রতিষ্ঠানটির প্রধানের সাথে কথা বলেন এবং স্কুল থেকে অভিবাবকদের লিখিত অঙ্গিকারনামা সংগ্রহ করেন। যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের পর স্কুল প্রধানের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর এই বাল্যবিবাহ বন্ধের আবেদন জানান তিনি। শুধু তাই নয় এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনমত তৈরী করতে থাকেন। তার এই আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে নাবালক শিশুটি বাল্যবিবাহের হাত থেকে রক্ষা পায়। যৌতুক ও বাল্যবিবাহ মুক্ত সমাজ গড়ার ব্রত নিয়ে নিজ এলাকায় কাজ করে চলা এই নারী নেত্রী আছিয়া বেগমের কারণে মেয়েটি আবার তার খেলার সাথীদের সাথে খেলতে এবং স্কুলে যেতে পারছে।

• জন্ম ও বিবাহ নিবন্ধন নিশ্চিতকরণে নারী নেত্রীরা সক্রিয়:

জন্ম ও বিবাহ নিবন্ধন প্রতিটি মানুষের অধিকার। যদি জন্ম এবং বিবাহ নিবন্ধন নিশ্চিত করা যায় তাহলে বাল্যবিবাহের মতো নারী নির্যাতনের পথ বন্ধ করা সহজতর হবে। তাই এই অধিকার প্রতিষ্ঠায় নেত্রীরা গণসচেতনতা সৃষ্টিতে র‍্যালি, উঠান বৈঠক, মতবিনিময় সভা, প্রচারাভিযান পরিচালনা করে আসছেন। পাশাপাশি এই কার্যক্রমকে সফল করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করছেন। উল্লেখ্য যে, এ বছরে নারী নেত্রীদের সক্রিয় প্রচেষ্টায় ৪০টি ইউনিয়নে জন্ম নিবন্ধন শতকরা ১০০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে।

• নির্যাতিতাদের আইনী সহায়তায় নারী নেত্রী:

নারী নেত্রীরা শুধু সচেতনতামূলক কাজই করছেন না, তৃণমূলের বঞ্চিত, নিপীড়িত নারীদের আইনি অধিকার নিশ্চিত করতে সহযোগিতা করছেন নানাভাবে। এ বছর তারা শারীরিক নির্যাতন, অবৈধ তালাক, যৌতুকের দাবি, অসম বিবাহ, প্রতারণা, গণধর্ষণ, পাচারের শিকার এমন ৮৯ জন নারীকে সরাসরি আইনি সহায়তা প্রদান করেছেন এবং সমাজে তাদের সম্মানজনক অবস্থান তৈরির জন্য সহযোগিতা করছেন। আইনি সহায়তার পাশাপাশি তারা নারী নির্যাতন, স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব, যৌতুক ইত্যাদি সংক্রান্ত ৫০০ টি বিরোধ স্থানীয় সালিশী ব্যবস্থার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে নেত্রীরা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন।

অধিকার বঞ্চিত ইলহানের আইনি সহায়তায় নেত্রী মাসুদা

মিরের সরাইয়ের প্রভাবশালী ঘরের ছেলে মোরশেদ। তার প্রতারণার শিকার হয় কিশোরী মেয়ে ইলহান। মোরশেদ তাকে ভালবেসে বিয়ে করার লোভ দেখিয়ে কাজের মেয়ের পরিচয়ে নিজ বাড়িতে রাখে। কিছু দিন কেটে যাওয়ার পর ঘরের কাজ করতে না পারার অভিযোগে মোরশেদের পরিবার তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। এ অবস্থায় মোরশেদ গোপনে চট্রগ্রাম শহরে একটি ভাড়া বাসায় ইলহানকে নিয়ে উঠে। কিন্তু সেখানে কাল হয়ে দাঁড়ায় ইলহানের গর্ভের সন্তান। মোরশেদ পিতৃত্বের অধিকার অস্বীকার করে গর্ভের সন্তান নষ্ট করতে বললেও ইলহান সবকিছুর বিনিময়ে গর্ভপাত না করার ব্যাপারে অটল থাকে। এই পরিস্থিতিতে মোরশেদ তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। জীবন সংগ্রামের এই কঠিন বাস্তবতায় ইলহান নিরুপায় হয়ে সন্তানকে বাচানোর আশায় গন্তব্যহীন পথে বেরিয়ে পড়ে। সীতাকুণ্ডে এসে সিএনজির টাকা পরিশোধ করতে না পারায় সৃষ্টি হয় অনাকাঙ্খিত নির্যাতনমূলক পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে এগিয়ে যায় দৃঢ় প্রত্যয়ী, অবিচল, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার স্থানীয় নারী নেত্রী মাসুদা বেগম। তিনি জীবন বাজি রেখে সাহসীকতার সাথে এই ঘটনার মোকাবেলা করেন। পরে ইলহানকে নিজের আশ্রয়ে রেখে স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন স্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করতে থাকেন তার পারিবারিক অধিকার ফিরিয়ে দেবার জন্য। ইতিমধ্যে এক ফুটফুটে কন্যা সন্তানের জননীও হয় ইলহান। যদিও তার সেই সুখ স্থায়ী হয়নি। কারণ প্রতারক স্বামী মোরশেদ তার কন্যা সন্তানকে চুরি করে অন্যের কাছে পালক রেখে ইলহানকে ডির্ভোস দিয়ে পালিয়ে যায়। লড়াকু নেত্রী মাসুদা এই ঘটনা শেষ পর্যন্ত আদালতে নিয়ে যায়। তারই নেতৃত্বে এবং প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় অসহায় ইলহান আদালতের মাধ্যমে সম্মানজনক বিচার

• কন্যাশিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার:

পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে নারীর প্রতি বঞ্চনা শুরু হয় শিশুকাল থেকে। তাই নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজন কন্যাশিশুর সঠিক পরিচর্যা এবং শিক্ষাসহ তার সকল অধিকার নিশ্চিত করা। এই উপলব্ধি থেকে নেত্রীরা তৃণমূল পর্যায়ে 'কন্যাশিশু বোঝা নয়, সম্পদ' এই সচেতনতা সৃষ্টিতে বহুমূখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এগুলির মধ্যে কন্যাশিশুকে স্কুলগামীকরণ এবং তাদের ঝরে পড়া রোধ করতে তারা শিক্ষক, অভিভাকদের মধ্যে তাগিদ সৃষ্টির জন্য কর্মশালা, এডভোকেসি করছেন। এমনকি ঝরে পড়া কন্যাশিশুর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলছেন। ইতোমধ্যে নেত্রীদের উদ্যোগে ১৯টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে।

● সংগঠিত সামাজিক শক্তি গড়ে তোলার অব্যাহত প্রয়াসঃ

ঐক্যবদ্ধ সামাজিক শক্তিই পারে নারী মুক্তি নিশ্চিত করতে। এই লক্ষ্যে নারী নেত্রীরা নিজ নিজ এলাকায় বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলতে নারীদের সংগঠিত করছেন। সারাদেশে এবছর নতুনভাবে গড়ে উঠা ৬৮১ টি সংগঠনসহ এপর্যন্ত ১,২৭২ সংগঠন নেত্রীদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। সেসব সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন ৩৮,১৬০ জন নারী। এসব সংগঠন সচেতনতা সৃষ্টি, সরকারি-বেসরকারি সুযোগ ও সেবা প্রাপ্তি, সদস্যদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ নারী নির্যাতন বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

● আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি :

পিছিয়ে পড়া তৃণমূলের নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি। আর এই জন্য নেত্রীরা বিভিন্ন ট্রেডের ১৬২ টি দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে, যার মাধ্যমে ৬,৪৮০ জন নারী প্রশিক্ষিত হয়। ফলে এবছর নতুনভাবে ১৯৬টি আয়মুখী উদ্যোগ গড়ে উঠেছে।

এছাড়াও 'সিডও সনদ' ও 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি'র পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে জনমত সৃষ্টিতে নারী নেত্রীরা বিভিন্ন সভা, সমাবেশ, র‍্যালি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন, কর্মশালার আয়োজন করেন।

ওপরে উল্লেখিত কার্যক্রম ছাড়াও নারী নেত্রীরা আর্থসামাজিক উন্নয়নে বহুমূখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তার আংশিক চিত্র নিম্নে দেয়া হল-

ক্রম.	কার্যক্রম	অর্জন (সংখ্যা)	সম্পৃক্ত ব্যক্তির সংখ্যা
১.	উঠান বৈঠক (বিভিন্ন উন্নয়ন ইস্যু)	৯০৬ টি	৪৫,৩০০
২.	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবস উদযাপন	৭৩১ স্থান	২,১৯,৩০০
৩.	দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	১৬২ টি	৬৪৮০ জন
৪.	সমাজ কল্যাণমূলক কাজ	৩৯২ টি	৯,৮০০ জন
৫.	ইস্যুভিত্তিক কর্মশালা	৩৪৬ টি	১৭,৩০০ জন
৬.	আলোচনা সভা	৮২৭ টি	২৮,৯৪৫ জন
৭.	মতবিনিময় সভা	৬২ টি	২,১৭০ জন
৮.	প্রচারাভিযান	১০০ টি	৬০০০ জন
৯.	'মা' সমাবেশ	১২১ টি	৫,৪৪৫ জন
১০.	নাটক প্রদর্শন	১৬ টি	৩,২০০ জন
১১.	ভোটার রেজিস্ট্রেশন	২৫ টি ইউনিয়নে	
১২.	খোলা পায়খানা বন্ধ	৫,৬৪৫ টি	
১৩.	বৃক্ষ রোপন	১৪০০০ টি	
১৪.	মাতৃস্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র	৪টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে ৫০০০ জনকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে	
১৫.	ত্রাণ বিতরণ	১৫ টি স্থানে ৩০০০০ ব্যক্তির মধ্যে এাণ বিতরণ করা হয়।	

বিকশিত নারী নেটওয়র্কের এই কার্যক্রমের প্রভাবঃ

বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সদস্যদের মধ্যে পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে নিজেদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান তৈরি এবং নেতৃত্বকে সুদৃঢ় চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতার ব্যাপক পরিবর্তন করার আকাঙ্খা প্রবল। এই আকাঙ্খা থেকে গত দুই বছরে তাদের চিন্তা-চেতনায় ও গণজাগরণের ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন সূচিত হয়েছে , তাহলো -

আত্ম উন্নয়ন / মানসিকতার পরিবর্তন

- নারীদের পক্ষেও গণজাগরণে নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব - এই বিশ্বাসবোধ তৈরি হয়েছে;
- উঠান বৈঠক, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ আয়োজন ও পরিচালনা এবং যোগাযোগ ও উপস্থাপনার দক্ষতা বেড়েছে;

- নারী উন্নয়ন নীতিমালা, সিডো সনদ, নারীর আইনি অধিকার, এডভোকেসি, নেটওয়ার্কিং ফোরাম গঠনসহ বিভিন্ন বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা ও তাদের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক সুস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়েছে ;
- অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- স্বেচ্ছাশ্রমের মানসিকতা তৈরি হয়েছে;

পরিবারে-

- সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় তার মতামতের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- পারিবারিক সম্পর্কের উন্নয়ন হয়েছে এবং নির্যাতন কমেছে;
- পরিবারের কন্যাশিশুর প্রতি যত্ন ও বিনিয়োগ বেড়েছে;
- আয়মূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় পরিবারের আয় বেড়েছে;

সমাজে-

- গণজাগরণ বেগবান করতে নারী নেত্রীগণ তাদের নিজ নিজ এলাকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ;
- মানসিকতার রূপান্তর ঘটিয়ে মানুষকে জাগ্রত, উদ্বুদ্ধ, স্বয়ংক্রিয় ও সফল করে তুলতে নারী নেত্রীরা দক্ষতা অর্জন করেছেন ;
- পারিবারিক ও সামাজিক দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য যেসব সালিশ হয়, সেখানে তাদের অংশগ্রহন ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে;
- নিজ এলাকায় কাজ করার প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করতে তারা সাহসী ও সক্ষম হয়ে উঠার কারনে তাদের কাজের সুযোগ ক্রমশ: বাড়ছে ;
- জনসম্পৃক্ততা বাড়ছে;

রাষ্ট্রে-

- স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে গণজাগরণে সম্পৃক্ত করার সক্ষমতা ও এডভোকেসি করার দক্ষতা তাদের বেড়েছে;
- স্থানীয় সরকার পরিষদের সাথে নেত্রীদের সক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়ার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে;
- স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি সুযোগ ও সেবায় নারীদের অধিকারপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নেত্রীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন।

এটি সুস্পষ্ট যে, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক নারীমুক্তি আন্দোলনে এক নতুন ধারা সূচনা করেছে এবং প্রত্যেক সদস্য স্বেচ্ছাব্রতী হয়ে তৃণমূলের নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য মানুষকে জাগিয়ে তুলেছেন এবং সংগঠিত করছেন ফলে চলমান নারীমুক্তি আন্দোলনে ভিন্ন মাত্রা যুক্ত হয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়ন ইউনিট
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট- বাংলাদেশ